দৈনিক বাংলা

31

তারিখ 13 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

একটি গণশিক্ষাকেন্দ্রে রাতে হারিকেন জ্বালিয়ে লেখাপড়া শিখছেন বয়স্করা —দৈনিক বাংলা

গত ৩ বছরে ১৪ লাখ শিশু নারী পুরুষ নিরক্ষরতামুক্ত হয়েছে

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ গত তিন বছরে দেশের প্রায় ১৪ লাখ শিশু, কিশোর ও বয়স্ক নারী–পুরুষকে নিরক্ষরতামুক্ত করা হয়েছে। '৯৫ সালের মধ্যে ২০ লাখ শিশু, কিশোর ও বয়স্ক ব্যক্তিকে নিরক্ষরতামুক্ত করা হবে।

সরকারের সমন্বিত উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম, বিভিন্ন এনজিও এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আগামী বছর অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের মধ্যে দেশের ৬৪টি জেলার ৬৯টি থানায় ৩৪ হাজার ৭শ' ৪০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬ লাখ ১৪ হাজার ৬শ' শিশু, কিশোর ও বয়স্ক নারী–পুরুষকে শিক্ষিত করে তোলার কর্মসূচী ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, সিডা (সুইস) এবং নরওয়ের সাহায্য সংস্থার একশ' ৭ কোটি ৫০ লাখ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয়ের ৫ বছর মেয়াদী কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে। প্রাক–প্রাথমিক, মৌলিক, কিশোর এবং বয়স্ক ৪টি স্তরে বিভক্ত এই প্রকল্পের আওতায় ৪৩টি থানার ৪শ' ৬টি কেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। ৪ থেকে ৫ বছরের শিশুদের প্রাক–প্রাথমিক, ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুদের মৌলিক, ১১ থেকে ১৪ বছরের কিশোর–কিশোরীদের উপ–আনুষ্ঠানিক এবং ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী নারী–পুরুষকে যথাক্রমে এক, দুই, দুই ও এক বছর মেয়াদী এই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিশু, কিশোর ও বয়স্ক মানুষকে সাক্ষরজ্ঞানসহ তৃতীয় শ্রেণী মানের লেখাপড়া, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পরিবার পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এ প্রকল্পে কোর্স সমাপ্তকারী বয়স্কদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ৪৩টি থানায় ৪শ' ৬টি 'গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র' স্থাপন করা হবে। এ সব মিলন কেন্দ্রে বয়স্কদের উপযোগী খেলাধূলার সরঞ্জাম, রেডিও; বইপত্র ও অন্যান্য বিনোদন উপকরণ রাখা হবে।

সমন্বিত উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়নে একশ' ৮টি এনজিও, এক হাজার তিনশ' ৩৭টি কেন্দ্রে কাজ করে চলেছে। ক্রমান্বয়ে আরো এনজিওকে কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করা হবে বলে জানা গেছে।

১৯৯১ সালে প্রকল্পটি গৃহীত হলেও দাতা সংস্থার তহবিল পেতে বিলম্ব হওয়ায় প্রাক–প্রাথমিক কর্মসূচী '৯২ সালে এবং মৌলিক কর্মসূচী '৯৩ সাল থেকে শুরু হয় বলে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

এছাড়া স্বনির্ভর বাংলাদেশ নামক একটি সংগঠন দেশের ১৯টি জেলার ২০টি গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতামুক্ত করেছে। গ্রামগুলো হচ্ছে—মেলান্দহ থানার চংদারিয়া, পাকুন্দিয়া থানার বাগাপাড়া, ভুয়াপুরের কষ্টাপাড়া ও বাসাইলের বশীহাটি, ধামরাইয়ের থানার পল্লী, মকসদপুরের রামকৃষ্ণপুর, কমলগঞ্জের উত্তর বালিগাঁও ইত্যাদি।